R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.WB/MSD/05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড ব্রীক্স

ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৭ বর্ষ
২৩শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৯ই কার্ত্তিক বুধবার, ১৪১৭।
২৭শে অক্টোবর ২০১০ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

মহাপুজো শেষ এবং নির্বিঘ্নে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভার পূর্ব পারের জঙ্গিপুর প্রাচীন শহর। ঐতিহ্যের বহু স্মৃতি ইতিহাসে ঠাঁয় পেয়েছে। আর পশ্চিমপারের রঘুনাথগঞ্জ শহরের সব কিছুর মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে নবীনের সাথে প্রাচীনের গলা ধরাধরি। পুজোর সময় বৃষ্টি হবে বা আবহাওয়া ভালো থাকবে না এই ধরনের একটা পরিস্থিতির জন্য মানুষ আগে থেকেই মন তৈরী করে নিয়েছিল। পুজোয় প্রথম দু'দিন মহাসপ্তমী ও মহাষ্টমীতে প্রতিটি মণ্ডপে দর্শনার্থীর ভিড় উপচে পড়ে। মহা নবমীর আবহাওয়া বাদ সাধে। সন্ধ্যে থেকে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়। দর্শনার্থীরা হতাশ হয়ে পড়লেও বৃষ্টি বন্ধ হতেই আবার প্রতিমা দর্শনে দলে দলে মানুষের ঢল নামে। গভীর রাত পর্যন্ত শহরের রাস্তায় জনসমাগম অনেক বড় শহরকেও পিছিয়ে দেয়। পুলিশী নিরাপত্তায় মানুষ কিছুটা আস্তা পেয়েছিল বলে মনে হয়। দশমীর বৃষ্টিও উৎসুখ মানুষকে হতাশ করতে পারেনি। নদীর ধারে দর্শনার্থীর ভিড় ছিলই। কোন ধরনের অঘটন উৎসবকে মলিন করতে পারেনি বলে খবর। সপ্তমীর সন্ধ্যেয় মোটর (শেষ পাতায়)

বাংলাদেশের বহু পাচারকারী এখন ধুলিয়ানের ব্যবসাদার ও কাউন্সিলারদের আশ্রয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান শহরের বেশ কিছু ব্যবসায়ী ও কয়েকজন কাউন্সিলার বাংলাদেশে গরু-মোষ এবং বিহার ও ঝাড়খণ্ড থেকে নিয়ে আসা ফেনসিডাল সিরাপ পাচারে এখন ব্যস্ত। গঙ্গার জল এতদিন কম থাকায় তারা অসহায় বোধ করছিল। বর্তমানে নদীতে জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পাচার ব্যবসা জমে উঠেছে বলে খবর। গরু-মোষ ও যাবতীয় গবাদি পশু নদীতে সাঁতার কাটিয়ে বাংলাদেশ পাচার চলছে। একটা গরু পার করতে আগে দেয়া হতো তিন হাজার এবং মোষ পিছু পাঁচ হাজার। এখন সেটা ডবলে পৌঁচেছে। এইসব অবৈধ কাজে যুক্ত ধুলিয়ানের কয়েকজন ব্যবসায়ী ছাড়া পুরসভার ২/৩ জন কাউন্সিলার। এরা শুধু যুক্তই না, এদের মদতে (শেষ পাতায়)

এলাকার এ.টি.এম গুলোয় প্রায় টাকা থাকছে না

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ শহরে এক্সিস ব্যাঙ্কের এ.টি.এম. বাদে অন্য সব ব্যাঙ্কের এ.টি.এম.গুলোতে প্রায় সময় টাকা থাকছে না বলে অভিযোগ উঠছে। বিশেষ করে শনিবার সন্ধ্যে থেকে পুরো রবিবার প্রায় সপ্তাহ টাকাবিহীন পরিষেবা চালু থাকছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, জঙ্গিপুর ষ্টেট ব্যাঙ্ক চত্বরে দুটি এ.টি.এম. বাদে শহরের দরবেশপাড়ায় একটি, উমরপুরের একটি বাদে জামুয়ার গ্রাম পঞ্চায়েতের সন্ন্যাসীডাঙ্গায় একটি ছাড়া জঙ্গিপুর শহরে একটি ও সাগরদীঘিতে একটি এ.টি.এম. কাউন্টার চালু রয়েছে। পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে এস.বি.আই. জঙ্গিপুর শাখায় পৃথক অফিসার নিযুক্ত করা হয়েছে। আরো জানা যায়, ব্যাঙ্কের ক্ষমতার মধ্যেই টাকা এ.টি.এমে মজুত রাখা হয়। মাঝে রবিবার ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকার জন্যই মাঝে মধ্যে এই বিপত্তি ঘটে। শহরের চাহিদা মতো টাকা যোগান রাখতে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে এলাকার মানুষ।

আবার গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্কে সমাজবিরোধীদের হানা

নিজস্ব সংবাদদাতা : পুজোর মুখে সাগরদীঘির মণিগ্রাম ডাক্তারখানা বাস ষ্ট্যাণ্ডের ওপর বিষ্ণু প্রামাণিকের সোনার দোকানের সাটার খুলে দেয় দুষ্কৃতীরা। দোকানের যাবতীয় সরঞ্জাম নিয়ে পালায়। এরপর বঙ্গীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের পিছনের জানলা ভেঙে দুষ্কৃতীরা ভিতরে ঢোকে। বহু চেষ্টা করেও লকার ভাঙতে ব্যর্থ হয় বলে খবর।

ধুলিয়ান পুর এলাকায় স্যানিটেশন ব্যবস্থা তলানিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান পুরসভায় স্যানিটেশন ব্যবস্থা একদম তলানিতে। রাস্তার পাশে, গঙ্গার ধারে সাধারণ মানুষ মলমূত্র ত্যাগ করে নিয়মমাফিক। যার ফলে পাওয়া যায় পোলিও সংক্রান্ত শিশু। বাসষ্ট্যাণ্ড এলাকায় কয়েক বছর আগে একটি শৌচাগার পুর কর্তৃপক্ষ নির্মাণ করে। কিন্তু সেটি এলাকার মানুষ ব্যবহার (শেষ পাতায়)

রাজনৈতিক মদতে অন্যের জায়গা দখল করে দুর্গাপুজো উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের মিঠিপুর গ্রামের আশিস সিংহ রায়ের ফাঁকা জায়গা দখল করে দুর্গা পুজোর আয়োজন করে স্থানীয় কয়েকজন। এতে সম্পূর্ণ মদত যোগায় নাকি সিপিএম। এর ফলে পুলিশ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকে বলে আশিসবাবু অভিযোগ করেন। তিনি জঙ্গিপুর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে অভিযোগ জানালে কোর্ট ঐ জায়গায় পুজোর (শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৯ই কার্ত্তিক বুধবার, ১৪১৭

মহাপূজা সমাপ্ত

শক্তির জন্য মাতৃ-আরাধনা। রাবণবধের নিমিত্ত অনুগ্রহ-শক্তি লাভের জন্য শ্রীরামচন্দ্র দেবীর অকালবোধন করেন এবং তাঁহার আরাধনা করিয়া তিনি রাক্ষসবধে সমর্থ হন।

স্মরণাতীতকালে বহির্ভারতে নানা স্থানে বিশেষতঃ ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহে মাতৃ-সাধনার ব্যবস্থা ছিল। মাতৃজাতির প্রতিষ্ঠা স্থাপনে মানুষ যে উন্মুখ ছিল, ইহাতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

দেবীর আরাধনার মধ্য দিয়া অশুভ শক্তির বিনাশ এবং শুভ শক্তির প্রতিষ্ঠা লক্ষিত হয়। যখনই অশুভ শক্তি আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাহার বিনাশের জন্য 'দেবী, প্রপন্নার্তি হরে, প্রসীদ' বলিয়া শুভ শক্তির উদ্বোধন ঘটান হয়। দেবতাদের এক এক শক্তি সম্মিলিত হইয়া যে মহাশক্তির আবির্ভাব হয়, তাহা একদিকে যেমন মানুষের আত্মিক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি সামাজিক ও রাষ্ট্রীক ক্ষেত্রেও প্রয়োজন। সমাজের সর্বপ্রকার পঙ্কিলতা দূর করিয়া সুস্থ সবল সমাজ-জীবনের অনুভবে উন্নত জাতি গঠনের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। রাষ্ট্রের ব্যাপারে একই কথা। যে সব অশুভ দিক রাষ্ট্র পরিচালনার পরিপন্থী, তাহার বিনাশ অবশ্য কর্তব্য।

কিন্তু ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীক দিক আজ নানাভাবে বিপর্যস্ত। এখন মানুষের মধ্যে অশুভ শক্তির প্রভাব চরম মাত্রায় লক্ষিত হইতেছে। দেশকে ভুলিয়া স্বস্বার্থ পূরণের তৎপরতা লক্ষণীয়। দেশের মধ্যে কত বিস্ফোরণ, কত হত্যা, কত নর-নারী অপহরণ, কত মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের গোপন পাচার চলিতেছে। যে ভারতে পুলিশ ও গোয়েন্দা দপ্তরের এক সময় যথেষ্ট সুনাম ছিল, সেখানে আজ বিভিন্ন ব্যর্থতায় দেশ ক্রমশঃ বিপদের দিকে আগাইতেছে। চারিদিকের এই অগ্নিগর্ভ অব্যবস্থার জন্য জনজীবন জেরবার হইতেছে। সরকার শক্ত হাতে ইহার অবসান না ঘটাইলে অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে। শাসক-পক্ষকে এই জন্য তৎপর হইতে হইবে।

আনুষ্ঠানিকভাবে শারদ-শুভেচ্ছা, দশেরা শুভকামনা দেশবাসীকে যাহা জ্ঞাপক করা হয়, তাহা যেন নিষ্প্রাণ ও অন্তঃসারশূন্য মনে হয়। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য নিরাপত্তার আশ্বাস কোথায় ? তাই অন্তর দিয়া মহাশক্তিকে উপলব্ধি করিতে হইবে এবং তদনুসারে শুভ শক্তি জাগরণের আয়োজন করিতে হইবে।

"বিজয়ায় আমরা সকল রাজনৈতিক দল, শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নেতৃবৃন্দের প্রতি এই আবেদন রাখিতেছি – তাঁহারা জনজীবনের সুস্থতা ও নিরাপত্তার বিধান করুন। এই উপলক্ষে আমরা আমাদের পত্রিকার গ্রাহক, অনুগ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা, পাঠক এবং সর্বসাধারণকে "বিজয়ার অভিনন্দন জানাইতেছি এবং সকলের মঙ্গল কামনা করিতেছি।

মা এলেন, মা গেলেন, কি নিয়ে গেলেন ? কি দিয়ে গেলেন ?

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ত্রেতাযুগে বনবাসী রামচন্দ্র অত্যাচারী রাক্ষস রাবণকে বধ করিয়া সীতা উদ্ধারের জন্য অকালে মহামায়ার বোধন করিয়া শরৎকালে তাঁহার অর্চনাপূর্বক সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। তদবধি এই শারদীয়া মহাপূজা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। মায়ের চরণে অঞ্জলি দিবার জন্য সংগৃহীত নীলপদ্মের একটি কম হওয়ায় রামচন্দ্র মায়ের নিকট জ্ঞাপন করেন – "মা ! আমাকে লোকে "পদ্মআঁখি" বলে আমি হৃত পদ্মটীর পরিবর্তে তাহার অনুকল্পে আমার একটী চক্ষু উৎপাটন করিয়া তোমার চরণে অর্পণ করিতেছি।" এই বলিয়া ধনুর্বাণ লইয়া নেত্র উৎপাটন করিতে উদ্যত হইলে, মা মহামায়া তাঁহার ভক্তি ও ত্যাগে তুষ্টা হইয়া তাঁহাকে চক্ষু উৎসর্গে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া রামচন্দ্রের মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। আজ আমরা মায়ের পূজার যে কোন কষ্টলভ্য উপকরণের পরিবর্তে "গঙ্গোদকং" অনুকল্পে মহাপূজা সমাপন করিয়া থাকি। মা আমাদের এই স্বেচ্ছাকৃত ত্রুটি কি বুঝিতে পারেন না ?

মায়ের পূজার ফলস্বরূপ কামনা করি – ধনং দেহি, পুত্রং দেহি, রাজ্যং দেহি, এমন কি মায়ের কাছে "ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি" বলিতেও ইতস্ততঃ করি না। মা কিছু বলুন, আর নাই বলুন – আমাদের পাওনা দেখিয়া ঠিক বুঝি – মা বলিয়া গেলেন – বৎস ! ধনার্থে গঙ্গোদকং লও, পুত্রার্থে গঙ্গোদকং লও ইত্যাদি ... ...। মায়ের নিজের সংসার দেখিলেই, তাঁহার যে অবিচার নাই, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। স্বামী সদাশিব সিদ্ধি গাঁজা ইত্যাদি নেশাখোর, তাই তাঁহাকে ভিক্ষাদ্বারা অন্ন সংস্থান করিতে হয়। মা সেই ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলে কত কষ্ট করিয়া দিনপাত করেন। আমাদের ভক্তির উপযুক্ত ফলই পাইয়া থাকি। ইহাতে বলিবার কিছু নাই।

(প্রথম প্রকাশ : ১-১১-১৯৫০)

দল-ক্ষমতা-মানুষ

হরিলাল দাস

জাতীয় দলের স্বীকৃতি বাতিল প্রসঙ্গে কমরেড সুরজিৎ বলেন, দেশের রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনের উচিত বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা। আমরাও একমত। কিন্তু, কেন এমন বলতে হচ্ছে একটি অধিকার পাবার জন্যে ?

এখন সব রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য নির্বাচনে জেতা – সে যে-করেই হোক। ফলে ক্ষমতা দখলের জন্যে, ব্যক্তি স্বার্থে নানা দল-উপদল-গোষ্ঠী। এ-বেলা ও-বেলা দল পরিবর্তন, নাম বদল, আর প্রতীক পেতে আবেদন। দেশ গড়ার কর্মসূচী কোনও দলেই নেই কার্যকর।

বলা হয়, আমাদের বিশাল গণতন্ত্রে সমানাধিকার, রাষ্ট্রপতিরও এক (৩য় পাতায়)

'মাগো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়'

মানিক চট্টোপাধ্যায়

পুকুরে শাপলা ফুলের মেলা। দীঘির কালো জলে ছড়াছড়ি যত রাজ্যের পদ্মের। পদ্মপাতায় শিশিরের ছোপ। সাদা কাশফুল। মাঠে সবুজের সমারোহ। বাতাসে শিউলীর সুবাস শারদরাতের বুকে শিউলি ফুলের মালা। শিশির ভেজা ঘাসে শারদ লক্ষ্মীর আবির্ভাব অরুণরাঙা চরণ ফেলে। তাঁর অমলখবল রূপ। পূজামণ্ডপে মৃন্ময়ী মায়ের চক্ষু চিত্রায়নে নিমগ্ন কোন গ্রামীণ শিল্পী। অদূরে রাঙতায় সাজ। তার গায়ে যেন বিবর্ণ সোনালী ঘাসের গন্ধ। মহিলাদের হাতে রঙ-তুলি। তাঁদের হাতে আঁকা পদ্ম শোভা পাচ্ছে ঘরের বারান্দার মাটির দেয়ালে। অথবা ধানের গোলার গায়ে। বাড়ি ঘর পরিষ্কার, দরজা-জানালা আলকাতরায় চিত্রিত। বাড়ির চারপাশের আগাছা ফেলা হয়েছে কেটে। চারিদিকের শ্রী ঠিক মানুষের ঘর বাড়ি'র মত।

গ্রামের অস্থায়ী দর্জিরা রাত জেগে তৈরী করছে পূজার জামা। পূজার মৌ মৌ গন্ধ সর্বত্র। বেজে ওঠে প্রতিপদের ঢাক। এভাবেই গ্রাম-বাংলায় পূজা আসে। ছেলে-মেয়েদের ঘুম ভাঙে সপ্তমীর কাকভোরে। তখন ছিলনা দূরদর্শন অথবা আধুনিক ইলেকট্রনিক বিনোদন যন্ত্র। মহাষষ্ঠীর ঢাকের বাজনা জানিয়ে দিত পূজা এসেছে। কোন স্বচ্ছল গৃহস্থবাড়ি থেকে ভেসে আসত বেতার মাধ্যমে আগমনীর গান।

'যাও যাও গিরি আনিতে উমায়
উমা আমার বড় কেঁদেছে।'

শারদীয়ার আগমনে নিজের কৈশোর যেন কখন নিঃশব্দে চলে আসে। বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারে সকলের মুখেই হাসি ফোটাতে হবে। তাই সকলেরই এক সস্তা ছিটের ঢলঢলে সুতীর পোষাক। কাটছাঁটে ছিলনা কোন আধুনিকতা। তবুও নূতন জামার গন্ধ মনকে করে তুলত বিভোর। কি এক তৃপ্তি। প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে যায় আমার স্বর্গতঃ পিতৃদেবকে। প্রতিপদ থেকে শুরু করে দশমী পর্যন্ত কি নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রামের এক প্রাচীন কৌলুকী দুর্গার পূজার্চনার দায়িত্ব আমৃত্যু পালন করে গেছেন। বাড়িতে চারদিন সাধ্যমত রান্নার পদ পরিবর্তন। ছাত্র-জীবনের অধ্যয়নে জগৎ থেকে কিছু দিনের জন্য মুক্তির স্বাদ। নাই কোন শাসনের বেড়াজাল। সামান্য আয়োজন হয়ে উঠে অসামান্য।

সেই সব দিন তো আর ফিরে আসেনা। এখন সব কিছুই বিবর্তনের স্রোতে ভাসমান। পূজার আঙ্গিকের ঘটেছে পরিবর্তন। পূজার সাজের হয়েছে রূপবদল। প্রতিমার মধ্যে এসেছে আধুনিকতা। মা এখন শুধু মৃন্ময়ী নন ; তিনি যে কোন উপাদানেই তাঁর রূপ পেতে পারেন।

বর্তমানে শারদীয়া উৎসব মানেই বিজ্ঞাপন। শারদীয়া উৎসব মানেই মানুষের ঢল। পূজা মণ্ডপের অভিনবত্ব। আলোর রোশনাই। শক্তিশালী আতসবাজির কর্ণবিদারী শব্দ। বিভিন্ন যানবাহনের সম্মেলক এক বিচিত্র আওয়াজ। আধুনিক খাদ্যের রকমারী ষ্টল। সেখানে থেকে ক্রমশঃ নির্বাসিত হতে চলেছে অন্তঃ (৩য় পাতায়)

আগামীর জলছবি

স্মরণ দত্ত

আমার পৃথিবী স্তব্ধ
পতাকা ধ্বংস-মানুষ দৃষ্টিহীন, বিষন্ন রক্তের দাগ
এখানে-ওখানে-গায়ে-পায়ে
মানুষের ফটোগ্রাফের কোঁকড়ানো পাতায় ধর্মের তরবারি
অপরাধী মানুষ নয় - ইতিহাসের রক্তাক্ত স্রোত
রাম জন্মভূমি বাবরি-র বাল্যকালের চিহ্ন
আজও বাঁচবার পথ ? প্রয়োজন আদৌ হিংস্রতার ?
বর্ষার ছাতার হাতলে আজও যেখানে রাম রহিমের হাত।
এলাহাবাদ-অযোধ্যা মাটির ভাগ শুধু অলীক সেখানে –
ভেঙে যায় সাম্য – চুরে যায় মৈত্রী
রেখে যায় শুধু নিদারুণ হত্যা – বাঁচে শুধু মায়াহীন ক্রোধ।
থাকবে না – থাকবে না ক্লান্তিহীন তর্জমা।
আজানে ধ্বনিময় কৃষ্ণাঙ্গণ, হরিকথায় মুখরিত দরগা
এ সত্যই ভারতাত্মা।
মন-মনন-চেতন-জীবন-মরণে সমতার বৃত্তায়ণ
বন্ধ বাতায়ন খুললে আগামীর জলছবি।

'মাগো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়'

(২য় পাতার পর)

পুরবাসিনীদের হস্ত নির্মিত বিভিন্ন ধরনের আনন্দনাড়ু। এখন মানুষ ভীষণ ব্যস্ত। তাই বিজয়ার মিলনের মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়ে চলে আসে সুদৃশ্য মোড়কে। আগমনী বিজয়া গানের স্থান দখল করেছে অন্য সঙ্গীত। তবুও শারদীয়া উৎসবের দিনগুলিতে এক অদ্ভূত নষ্টালজিয়া মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ফিরে আসে সেই সব চেনা পুরাতন গন্ধ। ফিরে আসে কাশফুল, সিক্ত শিউলী। পূজামণ্ডপের ঢাকের বাজনা। উলুধ্বনি। শঙ্খধ্বনি। সন্ধিপূজা। বলিদানের বাজনা। তাই পুরাতনকে ফিরে না পেলেও উৎসবের এই দিনগুলি আমাদের কাছে মধুময়। অভাব-অনটন ব্যর্থতা-হতাশা সব কিছুকে যেন ভুলিয়ে দেয়। সমস্ত মানুষ যেন একাত্ম হয়ে উঠে। এটাই মানুষের ধর্ম। কারণ 'প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র দীন একাকী – কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ। সেদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত৪ মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ।'

দল-ক্ষমতা-মানুষ

(২য় পাতার পর)

ভোট, আপনারও। ব্যস। ভোট দেবার অধিকারের সাম্যটুকু কাজে লাগিয়ে দিন দিন মানুষের অসাম্য বেড়েছে, বাড়ানো হচ্ছে বঞ্চনা শোষণ। অগণিত জনসাধারণ বঞ্চনার বলি।

দেশের এই অবস্থায় কম্যুনিষ্ট মতাদর্শ প্রসার লাভ করল না। কেন ? কয়েকটি রাজ্যে কম্যুনিষ্ট দল শাসন ক্ষমতায় এলেন এবং ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যই লড়াই করলেন। আর পাঁচটা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কম্যুনিষ্ট আদর্শের তফাৎ কতখানি তা মানুষকে বোঝানো হল না।

সংসদীয় গণতন্ত্রের কুফল ছড়িয়ে পড়ল – মানুষ নির্বাচন করতে নয়, ভোট বিনিময় করতে শিখল ; কাকে ভোট দিলে তার ঝুলি ভরবে – এই ভাবনা।

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও নাগরিকদের চাকরির অধিকার সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার নয়। এটা অর্জনের লক্ষ্যে কোনও আন্দোলনও সংগঠিত করা হয় কি ? গণশিক্ষার অধিকারও সমপর্যায়ে।

তাই, যিনি বলেছেন – সব পাইয়ে দেবেন, লাল বাড়িটার দখল পাওয়া মাত্র, তাঁর কথায় মানুষ আশান্বিত। অথচ সঠিক রাজনীতির প্রসার ঘটাতে পারলে মানুষকে এত সহজে ভুলানো যেত না।

(প্রকাশকাল : ১৪০৭)

কর্মী চাই

জঙ্গিপুরের জন্য এন.জি.ও.-তে একজন ফিল্ড ওয়ার্কার চাই।
যোগ্যতা গ্রাজুয়েট এবং একজন এ্যাকাউনটেন্ট চাই।
যোগ্যতা বি.কম। যোগাযোগ – ৯৯০৩৯৮৫৮৮১-০

RAMEL INDUSTRIES Ltd.

Regd. Off-15, Krishnanagar Road, Barasat, Kolkata-700126

মুর্শিদাবাদবাসীর জন্য সুখবর। Ramel Industries Ltd. অতি সত্বর সারা মুর্শিদাবাদে ৬টি Ramel Shoping Complex (Ramel Mart) এর উদ্বোধন করতে চলেছে।

* মুর্শিদাবাদের প্রধান প্রধান শহরে কোন সম্পত্তি বিক্রয় থাকলে Ramel Mart এর জন্য সত্বর যোগাযোগ করুন। যোগাযোগ স্থান- Raghunathganj Branch

র‍্যামেল মানে ভরসা
র‍্যামেল মানে আত্মবিশ্বাস
র‍্যামেল মানে প্রাণের বন্ধন

Organized and Published by Murshidabad Zone

জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সেবামূলক উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস পিউপিলস্ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির উদ্যোগে পাঁচটি স্বয়ম্ভরগোষ্ঠীকে দশ হাজার টাকা করে অনুদান দেয়া হয়। এছাড়া ভ্যান-রিক্সা, মুড়ি ব্যবসায়ীদেরও ঋণ দেয়া হয়। এই সোসাইটি দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের বই কিনে দেয়া, কন্যাদায়গ্রস্ত পরিবারকে অর্থ সাহায্য ইত্যাদি জনহিতকর কাজ করে আসছে। গত ১২ অক্টোবর রঘুনাথগঞ্জের এক লজে কাউন্সিলার সমীর পণ্ডিতকে দিয়ে এইসব ঋণ দেয়ার উদ্যোগ নেয় ঐ সেবামূলক সংস্থা বলে খবর।

তৃণমূলের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা : পুলিশ প্রশাসনের দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। ভোটার তালিকার কারসাজি বন্ধ করতে হবে। বিধবাভাতা, বিপিএল তালিকা, রেশন কার্ড, বার্দ্ধক্যভাতা ইত্যাদি নিয়ে রাজনীতি বন্ধ করতে হবে ও প্রকৃত প্রার্থী যাতে সুযোগ সুবিধা পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই দাবীদাওয়ার ভিত্তিতে গত ৬ অক্টোবর রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে স্থানীয় বিডিও-র কাছে ডেপুটেশন দেয়া হয়। তাঞ্জিলুর রহমান, গৌতম রুদ্র, মহঃ ইন্তেখাব প্রমুখ ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন।

ধুলিয়ান পুর এলাকায় স্যানিটেশন (১ম পাতার পর)

করতে পারে না। পুরসভার উদ্দেশ্য বানচাল করে স্বার্থান্বেষী ব্যবসায়ীরা তেলে ভাজার দোকান খুলে বসেছে। কোন পুর কর্তৃপক্ষই এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। বর্তমান চেয়ারম্যান সুন্দর ঘোষ এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন তার দিকে তাকিয়ে আছে এলাকার মানুষ বলে খবর।

চাঁদা আদায়ের জুলুমে এফ.আই.আর.

নিজস্ব সংবাদদাতা : মির্জাপুর গার্লস হাইস্কুলে দুর্গাপুজোর চাঁদা আদায়ে জুলুম ও ভীতি প্রদর্শন করায় ওখানকার সদ্য গঠিত 'হাজারি সংঘের' সভ্যদের বিরুদ্ধে রঘুনাথগঞ্জ থানায় এফ.আই.আর. করেন প্রধান শিক্ষিকা বলে খবর। হাজারি সংঘের সভ্যরা নাকি ঐ স্কুলের কাছে ৯ হাজার টাকা দাবি করে। টাকা না দিলে শিক্ষিকাদের লাঞ্ছনার ভয় দেখায়। রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় কোন অপরাধী ধরা পড়েনি এবং দুর্গাপুজোও সেখানে বহাল তবিয়তে হয়েছে।

মহাপুজো শেষ এবং নির্বিঘ্নে (১ম পাতার পর)

সাইকেল দুর্ঘটনায় রঘুনাথগঞ্জ পাকুড়তলার কাঞ্চন সাহার ছেলে বহরমপুর কমার্স কলেজের ছাত্র টাবু (২১) গুরুতর আহত হয়। তাকে জঙ্গিপুর থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। দশমীর দিন সে মারা যায়।

রাজনৈতিক মদতে অন্যের জায়গা দখল (১ম পাতার পর)

উদ্যোগ বন্ধের নির্দেশ দেয় এবং পুলিশকে এলাকার শান্তি বজায় রাখতে বলে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে নাকি জানতে পারে ঐ দুর্গা পুজোর কোন সরকারী স্বীকৃতি নেই। এরপরও তারা প্যাণ্ডেল তৈরী করে এবং গায়ের জোরে ঐ জায়গায় দুর্গা পুজো করে বলে আশিসবাবু অভিযোগ করেন।

বাংলাদেশের বহু পাচারকারী এখন (১ম পাতার পর)

বহু বাংলাদেশী এই মরশুমে ধুলিয়ানে আস্তানা গেড়েছে। বাংলাদেশ থেকে আসছে জাল নোট, আধুনিক বিদেশী আগ্নেয়াস্ত্র। এই সব সামগ্রী ধুলিয়ান থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পাড়ি দিচ্ছে। পাচারের সঙ্গে যুক্ত এক কাউন্সিলারের মন্তব্য, প্রশাসনের প্রত্যেকটা স্তরে দুর্নীতি। যার সুবাদে প্রকাশ্যে এই পাচার চলছে। সবই চাঁদির জুতোর মহিমা। এখন পর্যন্ত কোন পাচারকারী ধরা পড়েনি। যারা নিখোঁজ হয়েছে তারা বেইমানী করার জন্য প্রাণ হাড়িয়েছে। লক্ষ্মীনগর ঘাট, লালপুর ঘাট, ফুলতলা ঘাট, সিনেমা হলের পাশের ঘাট, কলাবাগান ঘাট দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার গরু পাচার হয়ে যাচ্ছে। ধুলিয়ানের পুলিশ বা কাসটমস সবাই ঘুমোচ্ছে। বাম ডান সব দলের নেতারাই বসে বসে পাচারকারীদের পয়সা লুঠছে। আগামী দিনে ধুলিয়ানের বাসিন্দাদের নিরাপত্তা কোথায় গিয়ে ঠেকবে সেটা ভাবার দায়িত্ব কার ?

জঙ্গীপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
এনেছে ঈদ, মহাপূজা ও দীপাবলীর
।। বিশেষ উপহার ।।
★ MIS (মান্থলি ইনকাম স্কীম) সুদ ৯% (৬ বছর)
★ সিনিয়ার সিটিজেনদের জন্য ৯.৫০
এছাড়া বিশেষ জমা সুদ ১০.০০%
★ ৮ বছরে টাকা ডবল হচ্ছে
★ NSC, KVP, LIP ইত্যাদি রেখে সহজ ঋণ
★ গিফট্ চেক (১০১/-, ৫১/-, ৩১/-) সহজেই সংগ্রহ করুন।
★ অল্প সুদে (মাত্র ১০% - ১৩% বাৎসরিক) নতুন বাড়ী তৈরী স্বপ্ন সফল করুন। চাকুরীজীবীরা তো বটেই - অন্যান্যরাও স্বপ্ন পূর্ণ করুন, শর্ত সাপেক্ষে।
★ অন্য ঋণের ক্ষেত্রেও সুদ ৯% থেকে ১৩% মধ্যে।
★ ভারতের যে কোন স্থানে ড্রাফটের সুবিধা।
★ ভারতীয় জীবনবীমা নিগমের সহযোগিতায় মাইক্রো ইনসুরেন্স।
এছাড়া আরও অনেক কিছু। বিশদ বিবরণের জন্য সরাসরি ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
জঙ্গীপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রঘুনাথগঞ্জ ☐ দরবেশপাড়া
শত্রুঘ্ন সরকার, সম্পাদক — মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, সভাপতি

উৎসবে, পার্বণে সাজাব আমরা
❖ রেডিমেড ও অর্ডার মতো সোনার গহনা নির্মাণ।
❖ সমস্ত রকম গ্রহরত্ন পাওয়া যায়।
❖ পণ্ডিত জ্যোতিষমণ্ডলীদ্বারা পরিচালিত আমাদের জ্যোতিষ বিভাগ।
❖ মনের মতো মুক্তার গহনা ও রাজস্থানের পাথরের গহনা পাওয়া যায়।
❖ K.D.M. Soldering সোনার গহনা আমাদের নিজস্ব শিল্পীদ্বারা তৈরী করি।
❖ আমাদের জ্যোতিষ বিভাগে বসছেন -
অধ্যাপক শ্রীগৌরমোহন শাস্ত্রী
শ্রীরাজেন মিশ্র
স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার
হরিদাসনগর, রঘুনাথগঞ্জ কোর্ট মোড়
SBI এর কাছে, মুর্শিদাবাদ PH.: 03483-266345

NATIONAL AWARD WINNER 2008
Coolfi ICE CREAM
AN ISO 9001-2000
ডিলারশিপ ও পার্টি অর্ডারের জন্য যোগাযোগ করুন -
গোবিন্দ গাম্ভিরা
মির্জাপুর, পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন-০৩৪৮৩-২৬২২২৫ / মো.-৯৭৩২৫৩২৯২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।